শিলিগুড়ি ■ জলপাইগুড়ি

আনন্দবাজার পত্রিকা

৭ কার্তিক ১৪৩৩ শনিবার ২৪ অক্টোবর ২০২৬ XCNE

এক নজরে

আরও খবর পৃ: ৮

- দুর্ঘটনার পরে বচসা, মারধরের অভিযোগ
- মাদক হাতবদলের আগেই ধৃত দুই

যৌন হেনস্থা, ধৃত

শিলিগুড়ি: এক মহিলাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। অভিযোগ, এক মহিলাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর যৌন হেনস্থা করা হয়। মহিলা অভিযোগ জানালে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

নাবালিকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি: এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ১৮ অক্টোবর থেকে নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। দু'দিন পরে পরিবার পুলিশে অভিযোগ জানায়। বৃহস্পতিবার রাতে ইসকন মন্দির রোড থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পুলিশ। সত্যম কুমার নামে কমলানগরের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আটক শিবিরে

শিলিগুড়ি: নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গ্রেফতার হওয়া বাংলাদেশিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাল আদালত। তিন দিন আগে এনজেপি স্টেশনের ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে বিবেক এক্সপ্রেস থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছিল শিলিগুড়ি জিআরপি।

আজ আবহাওয়া

সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
৩৪°
সেলসিয়াস

গত কাল
সর্বোচ্চ ৩৩.৬°
সর্বনিম্ন ২০.৮°
আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭১%
বৃষ্টিপাত হয়নি

নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...
IVF
IUI•ICSI
শিলিগুড়ি | মালদা | কোচবিহার
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
✆ 740 740 0333 / 0444

ধান ঘরে তোলার পালা
সাহুডাঙিতে ৮

পুজোয় গোলমাল, অভিজ্ঞতার অভাব নিয়ে প্রশ্ন পুলিশে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি শহরে পুজোর বিসর্জনকে ঘিরে দীর্ঘদিন পরে দুই দিন পরপর গোলমাল, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তাতে নাম উঠে এসেছে শহরের চারটি ক্লাবের। এ ছাড়াও পুজোর দিনগুলিতে মহিলাদের কটূক্তি, মারামারি, দুর্ঘটনার একাধিক ঘটনা ঘটেছে। ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে পুলিশি নজরদারি বজায় থাকলেও শহরবাসীর অভিযোগ, পুলিশের পুজো পরিকল্পনা থাকলেও একাংশ অফিসারের কম অভিজ্ঞতা এবং সঠিক নজরদারির অভাবেই পরপর ঘটনাগুলি ঘটেছে। যদিও হাতে গোনা কয়েকজন এসিপি পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিক যাঁরা এর আগেও শিলিগুড়িতে বিভিন্ন থানার ওসি, আইসির দায়িত্ব সামলেছেন তাঁদের এ বার পুজোয় বিভিন্ন জায়গায় কাজে দেখা গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশের এক কর্তা বলেন, ‘‘দু’-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে।’’

পুলিশ সূত্রের খবর, শহরে একাধিক থানা, কমিশনারেটের ইন্সপেক্টর ইনচার্জ বা আইসি রাজ্যের ভিন্ জেলা থেকে এসেছেন। ওসি-রাও অনেকে কম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। ভোটের আগে থেকেই তাঁরা দায়িত্বে আছেন। পুলিশ কমিশনারেটের পদস্থ কর্তাদেরও একাংশ শিলিগুড়িতে দায়িত্ব নেওয়ার খুব বেশি দিন হয়নি। এদের অনেকেই কর্মজীবনে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে কাজ করেননি বা কিছু সময় আগে এসেছেন। কোন এলাকায় কোন ক্লাবের সঙ্গে আরেক ক্লাবের কী সম্পর্ক, কোন রাস্তার পুরোটাই টহলদারি ভ্যান বা নজরদারি রাখা দরকার, দুর্ঘটনা বা ইভ টিজিংপ্রবণ এলাকায় বাড়তি নজরদারির প্রয়োজন, তা পুরনো অভিজ্ঞতা না থাকলে পরিকল্পনা করা সম্ভব নয় বলেই অফিসারদের একাংশ মনে করেন। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়িতে কাজ করে যাওয়া পুরনো অফিসারদের দায়িত্বে রাখার দাবি কমিশনারেটের মধ্যেই উঠেছে।

সময় শিলিগুড়ির বিভিন্ন থানা থেকে একাধিক ওসি, আইসি, পুলিশ অফিসারদের অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দক্ষিণবঙ্গের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অফিসারেরা বিভিন্ন থানা সামলেছেন। তবে পুজোয় কিছুক্ষেত্রে নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। অষ্টমীর রাতে সেবক মোড়ে স্ত্রীকে কটূক্তি করায় যুবক এবং তাঁর বন্ধুকে ব্যাপক মারধর করা, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও মারধরের ঘটনাও ঘটে। দশমীর রাতে বিসর্জন ঘাটের কাছে দু’টি ক্লাবের সদস্যদের গোলমাল, মারধরে নাম জড়ায়। একাদশীর দিন আরও দু’টি ক্লাবের বিসর্জনের সময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। জখম হন কয়েকজন। আবার শহরে মধ্যে নিয়ন্ত্রণহীন গতির জেরে দুর্ঘটনায় চার জন মারা যান। এমন কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দাবি উঠেছে, এমন অফিসারদের থানার দায়িত্ব দেওয়া হোক যাঁরা এর আগেও শিলিগুড়ি শহরে একাধিক বড় অনুষ্ঠান সামলে দিয়েছেন।

> পুলিশ সূত্রের খবর, শহরে একাধিক থানা, কমিশনারেটের আধিকারিক, আইসি অনেকেই কর্মজীবনে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গে কাজ করেননি।

■ লক্ষ্মীপুজোর কেনাকাটা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে। *নিজস্ব চিত্র*

জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি নেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলায় বিজেপির অন্দরে বিদ্রোহের সুর। দলের জেলা এবং রাজ্য নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই সুর চড়ালেন জেলা কমিটির অন্যতম আইনজীবী নেতা। প্রশ্ন তুললেন, কিছু নেতা-কর্মীর আচরণ নিয়েও। এই মন্তব্য সরাসরি দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থা মনে করছেন কর্মীদের একাংশ।

জেলা তৃণমূলের একদা দাপুটে নেতা কৃষ্ণ দাস দীর্ঘদিন উধাও থাকার পরে ঘরে ফিরেছেন। বিধানসভা ভোটের পরে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের উপরে হামলার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, সে সময়ে বিজেপির জেলা নেতারা কৃষ্ণকে জেলা ছেড়ে চলে যাওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। তার পরেই উধাও হন কৃষ্ণ। সে প্রসঙ্গে দলের আইনজীবী নেতা তথা ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে জলপাইগুড়িতে বিজেপির প্রার্থী সৌজিত সিংহ বলেন, ‘‘কৃষ্ণ দাস যে অন্যায় করেছে, তার বিচার আইন-আদালত করবে। কিন্তু তিনি এক জন ভূমিপুত্র। তাঁকে জেলা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলা ঠিক নয়। যত বড়ই নেতা হন না কেন, কেউ এই তড়িপাড়ের হুমকি দিতে পারেন না।।’’ সৌজিত বলেন, ‘‘তৃণমূল যেখানে তোলাবাজি, জুলুম, দখল শেষ করেছিল আমাদের কিছু নেতা-কর্মী সেখান থেকেই তা শুরু করেছে। আমাদের নেতৃত্ব এদের থামাতে পারছে না।’’

এমন মন্তব্যের নিশানায় সরাসরি বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিজন গোস্বামী, জেলা সভাপতি শ্যামল রায় এবং জেলা যুব মোর্চা সভাপতি পলেন ঘোষ বলে সৌজিত অনুগামীদের দাবি। কৃষ্ণ দাসকে জেলা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা এই নেতাদের মুখে শোনা গিয়েছিল। সৌজিতের মন্তব্যে বিজেপির অন্দরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সবটাই দলের রাজ্য নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। জেলা নেতারা এ বিষয়ে কেউ মুখ খুলবেন না স্থির হয়েছে। তাঁদের একাংশের দাবি, বিধানসভা ভোটে টিকিট না পাওয়ার হতাশা থেকেই দলে গোষ্ঠী রাজনীতির সূত্রপাত করেছেন একাংশ নেতা। বিজন গোস্বামী বলেন, ‘‘যে দলের হাজার-হাজার কর্মীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, তার পক্ষ নিলে সমাজ এবং দলের কর্মীরা কাউকেই ক্ষমা করবে না।’’

আজ বামেদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়িতে পুজোর সময় বামেদেরে একাধিক বুকস্টলে হামলায় ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার মহামিছিলের ডাক দিল দার্জিলিং জেলা সিপিএম। ওই মিছিলে যোগ দেবেন বামফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলের নেতারা। শনিবার বিকেল চারটায় শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত যাবে মিছিলটি। শুক্রবার শিলিগুড়িতে অনিল বিশ্বাস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিপিএমের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো বয়েছে।

বামফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলের সম্মতিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রবীণ সিপিএম নেতা তথা দলের জেলা কমিটির সদস্য মুন্সি নুরুল ইসলাম। অন্য দিকে, দলের এক সময়ের সহযোদ্ধা বর্তমানে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিপিএম নেতারা। মন্ত্রী শহরে উপস্থিত থাকাকালীন এই ধরনের ঘটনা কী ভাবে ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। নুরুল ইসলাম বলেন, ‘‘সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে আমরা প্রতিবাদ মিছিল করব। শঙ্কর ঘোষ আমাদের অপ্রাসঙ্গিক বলছেন। আমরা যদি অপ্রাসঙ্গিক হই তবে কেন আমাদের এত ভয়। কেন আমাদের বুকস্টলে হামলা হল।’’ রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, ‘‘ওঁদের প্রেস কনফারেন্স নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার যা বলার আগেই বলে দিয়েছি।’’

শিলিগুড়িতে অষ্টমী এবং নবমীর রাতে একাধিক জায়গায় বামেদের বুক স্টলে গিয়ে ঝামেলা পাকানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপির একাংশের বিরুদ্ধে। পর্যটন মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলন করে সেই ঘটনার নিন্দা করলেও বামেদের অপ্রাসঙ্গিক বলেন। এর পরে বাম নেতৃত্ব বৈঠক করে ঘটনার প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। মিছিল শেষে এয়ারভিউ মোড়ে বক্তব্য রাখবেন বাম নেতারা।

চড়া বাজার, দেখা নেই টাস্ক ফোর্সের

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফুল, ফল থেকে আনাজ, রাতারাতি দাম বেড়ে গেল উত্তরবঙ্গের বাজারে। শহর থেকে গ্রাম মূলত আপেল, মৌসম্বি, বেদানা তিন ফলের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। অন্য ফলের দাম বাড়ুক অথবা না বাড়ুক আখের দাম বেড়েছে সর্বত্র। সেই সঙ্গে আনাজের দামও বেড়েছে। শুক্রবার থেকেই বাড়তে শুরু করেছে আলুর দর। পুজোর আগে বাজারে টাস্ক ফোর্সের ঘটা করে অভিযান হলেও, লক্ষ্মীপুজোর আগে বাজারে যখন দাম বাড়তে শুরু করেছে তখন টাস্ক ফোর্সের দেখা নেই বলে অভিযোগ উঠেছে।

কোচবিহারে মৌসম্বি ৬০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকা কেজি হয়েছে, বেদানা ২০০ থেকে বেড়ে ২৫০ টাকা কেজি হয়েছে। কোচবিহারে ঝিঙে প্রতি কেজি ৫০ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দিনদু’য়েক আগেও ঝিঙের দাম ছিল ৪০ টাকা কেজি। শশার দাম ৪০ টাকা থেকে বেড়ে কেজি প্রতি ৫০ টাকা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে পদ্মফুল ৫০ টাকা থেকে দাম শুরু হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকার বাজার যথেষ্ট চড়া ছিল শুক্রবার। এক প্যাকেট ফুল, বেলপাতা, দূর্বার দাম ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা।

মালদহের বাজারে গাঁদা ফুলের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। দুর্গা পুজোর আগে এক কেজি গাঁদা ফুল ৮০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছিল। দুর্গা পুজোর সময় থেকে সেই ফুলের দাম বেড়ে ১৪০ টাকা কেজি হয়েছে। ফুলকপি ৮০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০ টাকা কেজি, বাঁধাকপি ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা কেজি, মিষ্টি কুমড়ো ৪০ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকা কেজি হয়েছে।

শিলিগুড়িতে ভুটান আলু ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। ফুল কপি ও বাঁধাকপি দু’দিন আগেও ৬০ টাকা থাকলেও শুক্রবার ৭৫ থেকে ৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে। ক্যাপসিকাম ১২০ টাকা বেড়ে ১৬০ টাকা হয়েছে। ফুলের দাম লাগাম ছাড়িয়েছে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি দুই বাজারেই। শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের ফুল বিক্রেতা সৌরভ মাঝি বলেন, ‘‘আমাদেরই ৫০ থেকে ৫৫ টাকায় গাঁদার চেন কিনতে হচ্ছে। একটু লাভ রেখে তো বিক্রি করতেই হবে।’’

> লক্ষ্মী পুজোর দু’দিন আগে থেকেই ফুল, ফল থেকে আনাজের দাম বেড়েছে।

■ আনাজ বাজারে ভিড়। শুক্রবার জলপাইগুড়িতে। *নিজস্ব চিত্র*

পঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি): মালদা

পিএনবি স্টেশন রোড ব্রাঞ্চ, নুর ম্যানসন, স্টেশন রোড, রথবাড়ি, জেলা- মালদা, ৭৩২১০১
ই-মেল: CS8275@PNB.BANK.IN

এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি এবং সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাক্টিভ/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দখল লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণিতে উল্লেখিত তারিখে **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে”** এবং **“যেখানে যেরূপ প্রকার আছে”** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণিতে উল্লেখ করা হইল।

ই-অকশন-এর তারিখ/সময়: ০৩.১২.২০২৬, সকাল ১০.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা এবং বায়না জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ০৩.১২.২০২৬ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত
এআরএমবি, মালদা, শ্রী রাহুল সিং, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৯১১৯৯৩৮৪৬১ ই-অকশন কালেকশন এ/সি বিবরণ:
অ্যাকাউন্টের নাম – SUNDRY-NPA SARFAESI, AUCTION RELATED, এ/সি 827500317118A (আইএফএসসি – PUNB0827500)

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

লট নং	ব্রাঞ্চের নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টরগণের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-এর বন্ধকদাতাগণ)	(ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) __তারিখমতো বকেয়ার পরিমাণ (গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/কনস্ট্রাক্টিভ	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) (খ) ইএমডি (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	কালিয়াচক (০২৯৩২০) মেসার্স পারসা এন্টারপ্রাইজ **ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স পারসা এন্টারপ্রাইজ **স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা:** মহঃ শাহনওয়াজ, পিতা সইফুদ্দিন **গ্যারেন্টর ও বন্ধকদাতা:** ১। শ্রীমতী ইশরাত জাহান বেগম, স্বামী- মহঃ শাহনওয়াজ ২। শ্রী নুহুল ইসলাম, পিতা প্রয়াত সইফুদ্দিন **স্বত্বাধিকারী ও গ্যারেন্টরের ঠিকানা:** গ্রাম+পোঃ- চাষপাড়া, থানা কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৬ **গ্যারেন্টর/বন্ধকদাতা এবং প্রয়াত গ্যারেন্টর/বন্ধকদাতা শ্রী হেদায়েতুল্লাহ, পিতা মজরু শেখ-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ:** ১। মোসাম্মৎ রুকসানা বেগম, স্বামী শ্রী হেদায়েতুল্লাহ, ২। সুহানা শবনম, কন্যা শ্রী হেদায়েতুল্লাহ (আইনি উত্তরাধিকারী), ৩। শ্রী হেমায়েতুল্লাহ, পিতা শ্রী হেদায়েতুল্লাহ (আইনি উত্তরাধিকারী) ঠিকানা: গ্রাম+পোঃ- ছোট সুজাপুর, থানা কালিয়াচক, জেলা- মালদা, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩২২০৬	সম্পত্তি-১ ১। নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: জে.এল. নং ১২২, এল.আর. খতিয়ান নং ২১৭৭, ২২৫৬ ও ২২৫৯, আর.এস. দাগ নং ৩১৫ ও ৩১৬, মৌজা- চাষপাড়া, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, প্লট নং ৩১৫-এর অধীনে আয়তন ২.০৮৩ ডেসিমেল, শ্রেণি- গোডাউন (আরওআর অনুযায়ী) এবং প্লট নং ৩১৬-এর অধীনে ০.৬২৫ ডেসিমেল, শ্রেণি- বাস্তু, মোট জমির পরিমাণ ২.৭০৮ ডেসিমেল, শাহনওয়াজ-এর স্ত্রী ইশরাত জাহান বেগমের নামে, ২৪.০৫.২০১১ তারিখের রেজিস্টার্ড সেল দলিল নং ৬৭৭৫/২০১১-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে- সাদেক আলি, পশ্চিমে- পুকুর, উত্তরে- শাহনওয়াজ, দক্ষিণে- সাজেদ আলি ও নুরুল। ২। নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: জে.এল. নং ১২২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৫৫৫, দাগ নং ৩১৫, মৌজা- চাষপাড়া, শ্রেণি- গোডাউন (আরওআর অনুযায়ী), থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, মোট জমির পরিমাণ ০১(৮৩/২৫০) ডেসিমেল অর্থাৎ ১.৩৩২ ডেসিমেল, মহঃ শাহনওয়াজ-এর স্ত্রী ইশরাত জাহান বেগমের নামে, ২৬.০৭.২০০৭ তারিখের রেজিস্টার্ড গিফ্ট দলিল নং ৬৬৭২/২০০৭-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে- সাদেক আলি ও শেখু, পশ্চিমে- নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, উত্তরে- শাহনওয়াজ, দক্ষিণে- ইশরাত জাহান বেগম। ৩। নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: জে.এল. নং ১২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯৬, এল.আর. খতিয়ান নং ২৫৬৭, দাগ নং ৩১৫, মৌজা- চাষপাড়া, শ্রেণি- বাস্তু, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, মোট জমির পরিমাণ ১(২/৩) ডেসিমেল অর্থাৎ ১.৬৭ ডেসিমেল, শাহনওয়াজ-এর স্ত্রী ইশরাত জাহান বেগমের নামে, ২৫.১১.২০০৯ তারিখের রেজিস্টার্ড সেল দলিল নং ১৪১৩৮/২০০৯-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে- বাবু বিশ্বাস, পশ্চিমে- জোহর আলি বিশ্বাস, উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- নুরুল বিশ্বাস ও সাজেদ আলি। ৪। নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: জে.এল. নং ১২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯৬, এল.আর. দাগ নং ৩১৫, মৌজা- চাষপাড়া, শ্রেণি- ভিটা, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, মোট জমির পরিমাণ ১(২/৩) ডেসিমেল অর্থাৎ ১.৬৭ ডেসিমেল, শাহনওয়াজ-এর স্ত্রী ইশরাত জাহান বেগমের নামে, ০৫.১০.২০০৬ তারিখের রেজিস্টার্ড সেল দলিল নং ৮৩২৩/২০০৬-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে- সাদেক আলি ও সেকু, পশ্চিমে- নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য, উত্তরে- শাহনওয়াজ, দক্ষিণে- শাহনওয়াজ ও নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য। ৫। নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ তৎসহ ৪২৫ বঃফুঃ আয়তনের ছোট বাড়ি, অবস্থান: জে.এল. নং ১২২, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৯৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৫৯৬ ও ২১৭৩, দাগ নং ৩১৫, মৌজা- চাষপাড়া, শ্রেণি- বাঁশ, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, মোট আয়তন ৩.০২ ডেসিমেল (জমির পরিমাণ ২০৪৫ স্কোয়ার লিঙ্ক এবং ছোট বাড়ির আয়তন ৪২৫ বঃফুঃ), প্রয়াত সইফুদ্দিন মহম্মদ-এর পুত্র শাহনওয়াজ,-এর নামে, ০৩.০২.২০০৫ তারিখের রেজিস্টার্ড গিফ্ট দলিল নং ১১৫৪/২০০৫-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: জমির চৌহদ্দি (আয়তন ২০৪৫ স্কোয়ার লিঙ্ক): পূর্বে- শাহনওয়াজ, পশ্চিমে- জোহর আলি বিশ্বাস, উত্তরে- শাহনওয়াজ, দক্ষিণে- আলেনুর খাতুন ও শাহনওয়াজ এবং ৪২৫ বঃফুঃ আয়তনের বারান্দা-সহ ছোট বাড়ি, ছোট বাড়ির চৌহদ্দি (আয়তন ৪২৫ বঃফুঃ): পূর্বে- শাহনওয়াজ, পশ্চিমে- জোহর আলি বিশ্বাস, উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- শাহনওয়াজ ও আলেনুর খাতুন। দ্রষ্টব্য-১: দলিল অনুযায়ী মোট বন্ধকীকৃত আয়তন ১০.৪০ ডেসিমেল, তবে বলবৎযোগ্য আয়তন ৯.৪৪ ডেসিমেল যাহার জন্য বিক্রয় নির্ধারিত হইয়াছে। সম্পত্তি-২ ১। নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: জে.এল. নং ১২৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ২২৯, মৌজা- পূর্বা হোসেনাবাদ, শ্রেণি- বাঁশ, থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, আয়তন ১০.৫ ডেসিমেল, মহঃ হেদায়েতুল্লাহ-এর স্ত্রী মোসাম্মৎ রুকসানা বেগমের নামে, ১৫.০৩.২০১২ তারিখের রেজিস্টার্ড সেল দলিল নং ১২৫৬/২০১২-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। **দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি:** পূর্বে- হেদায়েতুল্লাহ-এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- রাস্তা, উত্তরে- নুহুল ইসলাম-এর সম্পত্তি, দক্ষিণে- খবিরুদ্দিন শেখ ও অন্যান্যদের সম্পত্তি। ২। নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, অবস্থান: জে.এল. নং ১২৮, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫৯৯ ও ৫৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ২২৯, মৌজা- পূর্বা হোসেনাবাদ, শ্রেণি- বাঁশ (আরওআর অনুযায়ী), থানা- কালিয়াচক, জেলা- মালদা, আয়তন ১০.৫ ডেসিমেল, (৫৯৯-৩.৫ ডেসিমেল, ৫৬০-৭ ডেসিমেল), মহঃ হেদায়েতুল্লাহ পিতা প্রয়াত মজরু শেখ-এর নামে, ১৫.০৩.২০১২ তারিখের রেজিস্টার্ড সেল দলিল নং ১২৫৫/২০১২-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত, **দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি:** পূর্বে- রাস্তা, পশ্চিমে- রুকসানা বেগম, উত্তরে- নুহুল ইসলাম, দক্ষিণে- বিমলা বিবি, দৌলত শেখ ও অন্যান্য	(ক) ২০.০৩.২০২৫ এবং ২১.০৪.২০২৫ তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত (খ) টাঃ ১১,৭৮,৫৯,৫৬৪.৬২ (এগারো কোটি আটাত্তর লক্ষ উনষাট হাজার পাঁচশত চৌষট্টি টাকা বাষট্টি পয়সা), তৎসহ সিসিওটিএইচ-এর জন্য ০১.০৩.২০২৫ তারিখ হইতে এবং টার্ম লোনের জন্য ২৮.০৯.২০২৪ তারিখ হইতে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে) + অন্যান্য চার্জ, (গ) ১৯.০৭.২০২৫ (ঘ) প্রতীকী	সম্পত্তি-১ (ক) টাঃ ১২২.৩১ (খ) টাঃ ১২.২৩১ (গ) টাঃ ১.০০ সম্পত্তি-২ (ক) টাঃ ২৪.১০ (খ) টাঃ ২.৪১০ (গ) টাঃ ০.২০
২.	নেতাজি মার্কেট (০৬৭৮২০) মেসার্স শর্মা স্টিল ০৬৭৮২৫০০৩০৭৬২৮ **ঋণগ্রহীতা:** মেসার্স শর্মা স্টিল ঠিকানা: ২১/২৭, রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ, ইংলিশ বাজার, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩২১০১ **স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা:** শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা, পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মা, **গ্যারেন্টর:** শ্রীমতী নন্দিতা শর্মা, স্বামী শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা **উভয়ের ঠিকানা:** ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, থানা ইংলিশ বাজার, পোঃ ও জেলা মালদা- ৭৩২১০১	**সম্পত্তি–১ : তফশিল–‘এ’:** নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশের উপর অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, জমির আয়তন ন্যূনাধিক (৩.৮৭+৪.৩৮) = ৮.২৫ ডেসিমেল, অবস্থান: জেলা– মালদা, থানা– ইংলিশ বাজার, রেজিস্ট্রি অফিস– এ.ডি.এস.আর., মালদা, মৌজা– পিরোজপুর, জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং– ৬৭১, এলআর-পি – ১৯১৭, ১৯১৮, পি-১৯১৯, প্লট নং আর.এস. ৬১৯, এল.আর. ৪০১০ ও ৪০০৯, শ্রেণি– বাস্তু, ইংলিশ বাজার পৌরসভার ওয়ার্ড নং– ০৬ অধীন, হোল্ডিং নং– ৭০/২৯ এবং উক্ত জমির উপর অবস্থিত “দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি” নামে পরিচিত বিল্ডিং, দলিল (দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি) অনুযায়ী চৌহদ্দি: উত্তরে – নীতা ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – অনীক সংঘ, পূর্বে – পৌরসভার লেন, পশ্চিমে – চিটলাঙ্গিয়া পরিবারের বাড়ি। **তফশিল–‘বি’:** নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, নিম্নোক্ত স্বরূপ ফ্ল্যাট নং ১-ডি, অবস্থান: দ্বিতীয় তল, নিম্নোক্ত সম্বলিত ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং ১টি ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, আয়তন ৭১৩ বর্গফুট তৎসহ সুপার বিল্ট এরিয়া, অবস্থান: “দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি” নামক বিল্ডিং-এর উত্তর-পশ্চিম দিকে, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে, তৎসহ তফশিল–‘এ’-তে বর্ণিত জমির অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, ০১.০৯.২০১৪ তারিখে রেজিস্টার্ড দলিল নং ০৯৩২২/২০১৪-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে – কমন স্পেস, তাহার সংলগ্ন শ্রীমতী ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – সিঁড়ি ও লিফ্ট, পূর্বে – ফ্ল্যাট নং ১ এ, পশ্চিমে – কমন স্পেস। **সম্পত্তি–২ : তফশিল–‘এ’:** নিম্নোক্তের সমগ্র জমির অবিচ্ছেদ্য অংশের উপর অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, জমির আয়তন ন্যূনাধিক (৩.৮৭ + ৪.৩৮) = ৮.২৫ ডেসিমেল, অবস্থান: জেলা– মালদা, থানা– ইংলিশ বাজার, রেজিস্ট্রি অফিস– এ.ডি.এস.আর., মালদা, মৌজা– পিরোজপুর, জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৭১, এলআর - পি– ১৯১৭, ১৯১৮, পি-১৯১৯, প্লট নং আর.এস. ৬১৯, এল.আর. ৪০১০ ও ৪০০৯, শ্রেণি– বাস্তু, ইংলিশ বাজার পৌরসভার ওয়ার্ড নং ০৬-এর অধীন, হোল্ডিং নং ৭০/২৯ এবং উক্ত জমির উপর অবস্থিত “দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি” নামে পরিচিত বিল্ডিং। দলিল (দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি) অনুযায়ী চৌহদ্দি: উত্তরে – নীতা ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – অনীক সংঘ, পূর্বে – পৌরসভার লেন, পশ্চিমে – চিটলাঙ্গিয়া পরিবারের বাড়ি। **তফশিল–‘বি’:** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট নং ১-বি স্বরূপ, দ্বিতীয় তলে, ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি বারান্দা এবং ১টি ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, আয়তন ৮৩৫ বঃফুঃ তৎসহ সুপার বিল্ট এরিয়া, অবস্থান: “দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি” নামক বিল্ডিং-এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে, তৎসহ তফশিল–‘এ’-তে বর্ণিত জমির অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, দলিল নং ৯৩২৮/২০১৪-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি: উত্তরে – কমন প্যাসেজ ও সিঁড়ি, দক্ষিণে – অনীক সংঘ ও কমন প্যাসেজ, পূর্বে – পৌরসভার লেন ও কমন প্যাসেজ, পশ্চিমে – ফ্ল্যাট নং ১ সি। **তফশিল–‘সি’:** একটি আচ্ছাদিত গ্যারেজ, আয়তন ১৩৫ বঃফুঃ, উত্তর-পূর্ব দিকে, একতলায় (গ্যারেজ নং ১), বিল্ডিং-এর নাম “দ্বিজেন্দ্র রেসিডেন্সি”, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে, তৎসহ তফশিল–‘এ’-তে বর্ণিত জমির অবিভক্ত ও অনির্ধারিত আনুপাতিক অংশ, ০১.০৯.২০১৪ তারিখে রেজিস্টার্ড দলিল নং ৯৩২৮/২০১৪-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। দলিল অনুযায়ী গ্যারেজের চৌহদ্দি: উত্তরে – কমন প্যাসেজ, তাহার সংলগ্ন শ্রীমতী ভগতের বাড়ি, দক্ষিণে – গ্যারেজ নং ২, পূর্বে – পৌরসভার লেন ও কমন স্পেস, পশ্চিমে – কমন স্পেস (পার্কিং স্থান)। **সম্পত্তি–৩ :** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও তদুপরি অবস্থিত বিল্ডিং (তিনতলা), অবস্থান: জে.এল. নং ৬৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৭৮০, আর.এস. প্লট নং ১০৬০, ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি, মৌজা– পিরোজপুর, থানা– ইংলিশ বাজার, এ.ডি.এস.আর. ও জেলা– মালদা, শ্রেণি– বাস্তু, মোট জমির পরিমাণ– ২ কাঠা ১০ ছটাক, শ্রী পবিত্র কুমার শর্মা পিতা প্রয়াত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার নামে,পাট্টা নং ২/১ (এলওপি ২২১/বি), তারিখ ৩১.০৫.২০০৬-এর মাধ্যমে বন্ধকীকৃত। পাট্টা/দলিল অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে – বিদ্যমান কলোনি রাস্তা, পশ্চিমে – জাতীয় সড়ক নং ৩৪, উত্তরে – এলওপিনং ২২১/এ, দক্ষিণে – এলওপি নং ২২২। এনইসি তারিখ ২৩.০৮.২০১০ অনুযায়ী চৌহদ্দি: পূর্বে – পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিমে – জাতীয় সড়ক ৩৪, উত্তরে – প্রশান্ত কুমার শর্মা, দক্ষিণে – তপন চক্রবর্তী।	(ক) ২০.০২.২০২৬ (খ) টাঃ ৯১,৫২,১৭৬.৩৬ (একানব্বই লক্ষ বাহান্ন হাজার একশত ছিয়াত্তর টাকা ছত্রিশ পয়সা) - ৩১.০১.২০২৬ তারিখমতো, তৎসহ ০১.০২.২০২৬ তারিখ হইতে আরও সুদ, উশুল বাদে (যদি থাকে) + চার্জ, ডিমান্ড নোটিসে উল্লেখিতমতো (গ) ০৮.০৫.২০২৬ (ঘ) প্রতীকী	সম্পত্তি-১-এর জন্য (ক) টাঃ ২৩.৫৬ (খ) টাঃ ২.৩৫৬ (গ) টাঃ ০.২০ সম্পত্তি-২-এর জন্য (ক) টাঃ ৩১.৪২ (খ) টাঃ ৩.১৪২ (গ) টাঃ ০.২০ সম্পত্তি-৩-এর জন্য (ক) টাঃ ১৬৩.৮৭ (খ) টাঃ ১৬.৩৮৭ (গ) টাঃ ০.৫০

শর্তাবলি

বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত আরও শর্ত সাপেক্ষ হইবে:

১। সম্পত্তিসমূহ “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে” এবং “যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে” ও“যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে” বিক্রয় করা হইবে।
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এই বিক্রয় উপরোক্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখ ও সময়ে ওয়েবসাইট https://baanknet.com-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত করা হইবে।
৪। এই বিক্রয় যে ক্রেতা অনুমোদিত অফিসারের নিকট প্রস্তাব বা দরপত্র বা টেন্ডার বা তাহার ডাকে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যের প্রস্তাব দেবেন তাহার অনুকূলে সুনিশ্চিত করা হইবে এবং তাহা জামিনযুক্ত পাওনাদারের সুনিশ্চিতি সাপেক্ষ হইবে।
৫। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in
৬। জামিনযুক্ত পাওনাদারের নিকট জ্ঞাত দায়ের বিবরণ: লট নং ১-এর জন্য অজ্ঞাত, লট নং ২-এর জন্য এবং ডিআরটি শিলিগুড়ির সহিত বিচারাধীন মোকদ্দমা কেস নং এসএ/২২৪/২০২৬, এসএ/২২৬/২০২৬, এসএ/২৪৫/২০২৬, এসএ/২৪৮/২০২৬ এবং সিভিল কোর্ট মালদায় দায়ের করা মোকদ্দমা কেস নং ওএস/২৩/২০২৬ ও পিএস/৯৩/২০২৬ এবং কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা রিট পিটিশন কেস নং ডব্লিউপিএ/২৫৩১/২০২৬

তারিখ: ২২.১০.২০২৬ স্থান: মালদা
স্থান: মালদা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
জামিনযুক্ত পাওনাদার

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীন সংবিধিবদ্ধ সেল নোটিস